দৈনিক বাংলা

তারিখ 22 JUN 1991
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি

বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে অস্ত্রের ঝনঝনা আরও একটি শোকাবহ ঘটনার জন্ম দিল। গত বৃহস্পতিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে দুটি বিবদমান ছাত্র সংগঠনের সমর্থক বা কর্মীদের মধ্যে গুলী বিনিময়ের শিকার হয়ে আরও একটি তাজা প্রাণ অকালে ঝরে গেল। এম-এ শেষ পর্বের ছাত্র মাহবুবুর রহমানের এই শোচনীয় মৃত্যুর মর্মন্তুদ ঘটনায় সান্ত্বনা কি হতে পারে তা আমাদের জানা নেই। আমরা আজ তার পরিবার-পরিজনের প্রতি সমবেদনা জানাতেও কুণ্ঠা বোধ করছি, তাদের এই চরম শোকের মুহূর্তে সমবেদনা জানানোর ভাষা খুঁজে পাওয়াই কঠিন।

সান্ত্বনাহীন এই শোক অবশ্য নিহত মাহবুবুর রহমানের পরিবার-পরিজনের একার শোক নয়। এ শোক আমাদের সকলের—গোটা জাতির। শিক্ষাঙ্গনে সংঘর্ষের শিকার হয়ে অনেক তরুণ ও অমূল্য প্রাণের অকাল অবসান জাতির জন্য গভীর শোকের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। তরুণ সম্প্রদায়ের বিশেষ করে শিক্ষার্থী সমাজের অপরিমেয় ত্যাগের বিনিময়ে জাতি যখন হারানো অধিকার ফিরে পেয়ে গণতান্ত্রিক জীবনের প্রত্যাশা পূরণের পথে এগিয়ে চলেছে সে মুহূর্তে শিক্ষার সর্বোচ্চ অঙ্গনে নির্মম হানাহানি এবং অর্থহীন মৃত্যুর ছোবলের চেয়ে বড় দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা কল্পনায় আনা যায় না। এই অকল্পনীয় ঘটনা ও শোক আমাদের জন্যে এক সাধারণ সত্যে পরিণত হলে পরিস্থিতিকে অবশ্যই ভয়াবহ বলে মানতে হয়।

আদতে অবস্থাও অনেকটা তাই। আমরা পরিস্থিতির এই ভয়াবহ দিকটির প্রতি সকলের নজর আকৃষ্ট করার চেষ্টা করে আসছি দীর্ঘদিন ধরে। তাতে ফায়দা কতটা হয়েছে তা নিশ্চয় করে বলা কঠিন। অন্যথায় একটি সীট দখলের মত তুচ্ছ ঘটনাকে উপলক্ষ করে রক্তক্ষয়ী ঘটনার সূত্রপাত এবং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে সংঘর্ষে দু'জন ছাত্রের মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনার পর সপ্তাহ পাড়ি দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে আরেকটি জীবন ছিনিয়ে নেয়া ও অপর একটি জীবনকে সংকটাপন্ন করে তোলা কিছুতেই সম্ভব ছিল না। বৃহস্পতিবারের মর্মান্তিক ঘটনার পর বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আইন-শৃংখলা কর্তৃপক্ষের বিপুল উপস্থিতির সার্থকতার ব্যাপারটিও অনেকটা প্রশ্নসাপেক্ষ হয়ে দাঁড়ায়।

বৃহস্পতিবারের এই রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পরও বিভিন্ন মহল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস ও সশস্ত্র মাস্তানীর নিন্দা করা হয়েছে। প্রায় প্রত্যেকটি ছাত্র সংগঠনও এর নিন্দা এবং প্রতিকার দাবী করেছে। আর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ছাড়াও, আইন-শৃংখলা রক্ষার জন্যে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় বিপুলসংখ্যক পুলিশ ও বিডিআর বেশ দীর্ঘদিন ধরেই মোতায়েন রয়েছে। এরপরও যদি এমন দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার উদ্ভব সম্ভব হয়, মানতেই হবে, কোথাও একটা বড় রকমের ফাঁক ও অসঙ্গতি রয়ে গেছে। এই অসঙ্গতির মূল্যোৎপাটন ব্যতিরেকে শিক্ষাঙ্গনে শান্তি তথা আমাদের তরুণ সমাজের ভবিষ্যৎ নিষ্কন্টক করা সম্ভব হওয়ার নয়।

শিক্ষা ও শিক্ষার্থীর তথা জাতির ভবিষ্যৎ চিন্তা করে আজ আমরা বর্ণিত অসঙ্গতির মূল চিহ্নিতকরণের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করছি। সব মহল থেকেই বলা হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ে শান্তি ফিরে আসুক, সবাই বলছে আর সন্ত্রাস নয়, অথচ রক্তের ধারা বইতেই থাকবে, গুড়িয়ে যাবে একটার পর একটা পরিবারের সুখস্বপ্ন, ঘন মেঘে আচ্ছন্ন হবে গোটা জাতির ভবিষ্যৎ, এমন একটা অবস্থা কিছুতেই মেনে নেয়া যায় না। বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী দাবী করে, এর দায়িত্ব কাউকে না কাউকে স্বীকার করে নিতেই হবে। দায়িত্বশীলতার পূর্ণ প্রতিষ্ঠা ছাড়া কিছু যে হওয়ার নয়, এটুকু অন্তত এতদিনে পরিষ্কার হয়েছে। আমরা আশা করব, জাতি এমন মর্মান্তিক ঘটনার পুনরাবৃত্তি চায় না, একথা উপলব্ধি করে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে সংশ্লিষ্ট সব মহল ও কর্তৃপক্ষ তৎপর হবেন।